ঢাকা ওয়াসা বিশেষ ক্রোড়পত্র

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৩ কার্তিক ১৪২২
২৮ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) কর্তৃক পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প ঢাকা মহানগরীতে সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বাস্তমুখী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

উন্নত নাগরিক জীবনের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর অন্যতম মেগাসিটি ঢাকা মগানগরীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য নাগরিক ও অবকাঠামোগত সুবিধার পাশাপাশি সুপেয় পানি সরবরাহ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার বর্তমানে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার দুটির পাশাপাশি পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রাথমিক পর্যায়ে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি পরিশোধন করা সম্ভব হবে। ফলে ঢাকাবাসীর বর্ধিত পানির চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির অপচয় রোধ ও সঠিক পয়ঃনিষ্কাশনে জনসচেতনতা খুবই জরুরি। পানির লাইন ও পয়ঃপ্রণালি নির্মাণের পাশাপাশি এগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সমান গুরুত্বপূর্ণ। পানির লাইনে যাতে নোংরা বা অন্য কোন দূষিত পানি ঢুকতে না পারে এবং ড্রেনগুলো যাতে পলিথিনসহ অন্যান্য আবর্জনায় বন্ধ হয়ে না যায় সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিতে হবে। ঢাকার আশেপাশের নদীর পানি ইতোমধ্যে বহুলাংশে দূষিত হয়ে পড়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে বিশুদ্ধ পানির উৎসও কমতে থাকবে। তাই পানি দূষণ রোধ ও ব্যবহারে সকলকে সচেতন হতে হবে।

আমি পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং প্রকল্পের সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনটি ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য একটি বিশেষ দিন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সাড়ে আট লক্ষ মানুষের ছোট্ট মিউনিসিপ্যাল শহর ঢাকা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজধানীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর এর পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে যায়। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার সেবা এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী প্রায় দেড় কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানি সরবরাহ সেবাসহ পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়ার বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা ওয়াসা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

ঢাকা মহানগরীর সুপেয় পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বর্তমান সরকারের অন্যতম জন-কল্যাণমুখী কর্মসূচী, সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার এ এক নতুন প্রেরণা ও প্রত্যয় এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের এক মাইল ফলক।

পানির অপর নাম জীবন। ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সম্ভাব্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবে সর্বস্তরের গ্রাহকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই নিয়মিত পানি ও পয়ঃ বিল পরিশোধ করা, পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া এবং অপচয় রোধে আন্তরিক হওয়ার জন্য সকলকে আন্তরিক হতে হবে।

পরিশেষে এই মহতি কাজে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য চীন সরকারসহ এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে ঢাকা ওয়াসাকে একটি আধুনিক ও গতিশীল সেবা সংস্থায় উন্নীত করতে ঢাকা মহানগরের সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

中华人民共和国驻孟加拉国大使馆
EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN BANGLADESH

Message

I wish to extend my warmest congratulations to DWASA of the Bangladesh Government for implementing the Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant project.

I am also pleased to see that Bangladesh has been enjoying fast economic growht with remarkeble achievements over the years. At the mean time, Bangladesh has also contributed enormously to the golbal efforts to reach the Millennium Development Goals, which includes provision of safe, clean, accessible and affordable drinking water to all. The construction of Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant project is certainly a part of these golbal efforts.

China-Bangladesh friendly relations are growing from strength to strength with the joint efforts from both countries. The functional cooperation between the countries in various sectors has brought tangible benefits to the people, representing a good example for South-South cooperation.

I am pleased to note that Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant project will be implemented with Chinese soft loan. It will provide 450 million litres of clean water. I am convinced that it will enhance the living standard of Dhaka citizens and contribute to the UN 2030 Agenda for sustainable development.

I wish this project all success.

Ma Mingqiang
Ambassador of China to Bangladesh.

পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প (ফেজ-১)

পটভূমি ঃ

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) ঢাকা মেট্রোপলিটন শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সুচনালগ্ন থেকে ঢাকা ওয়াসা সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে তা স্বপ্নই থেকে গেছে। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস থেকে শহরের পানির চাহিদার প্রায় ৭৮% উৎপাদন করতে বাধ্য হচ্ছে যা মোটেই পরিবেশ বান্ধব নয়। ভূ-গর্ভস্থ পানির এই অস্বাভাবিক উত্তোলনের ফলে পানির স্তর প্রতিবছর ২-৩ মিটার করে নিচে নেমে যাচ্ছে। যা পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে পানীয় জলের অভাব দেখা দিবে; যদি না বিকল্প উৎস খুঁজে বের করা হয়। উল্লেখ্য মিরপুর এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির অপর্যাপ্ততা সুস্পষ্ট এবং সেখানে পানি সরবরাহে ঢাকা ওয়াসা মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ গুরুতর সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে ঢাকা ওয়াসা একটি পরিবেশবান্ধব-টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্তে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যাপকভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১২ মিলিয়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা অনুযায়ী আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২৪ মিলিয়নে এবং আশা করা হচ্ছে যে ঢাকাবাসীর জীবনযাত্রার মানের ও প্রভূত উন্নতি হবে। এতে করে ঢাকা শহরের পানির চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ঢাকা শহর নদী বেষ্টিত। কিন্তু দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদী সমূহের দূষণের মাত্রা বিপদজনক হারে বাড়ছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে এ সব নদীর পানি পরিশোধন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এমতাবস্থায় ঢাকা ওয়াসা শহরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক সরবরাহ করার লক্ষ্যে একটি নির্ভরযোগ্য উৎস অন্বেষণে IWM এর দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে। উক্ত সমীক্ষার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষনের পর তারা মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার পদ্মা নদীর তীরে যশলদিয়া নামক স্থানে পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য সুপারিশ করে, যেখানে দৈনিক ৯০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন শোধনাগার নির্মাণ করা হলে তা দিয়ে ঢাকার দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বিনিয়োগ অংকের বিবেচনায় প্রতি পর্যায়ে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার করে দুটি পর্যায়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হবে। আলোচ্য স্থানে দুটি পর্যায়েরই শোধনাগার নির্মাণের জন্য ঢাকা ওয়াসা ভূমি অধিগ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- পুরাতন ঢাকা শহরের মিটফোর্ড, নবাবপুর, লালবাগ, হাজারীবাগ ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকাতে পানির চাহিদা পুরনের জন্য ৪৫০ এম এলডি সুপেয় পানি উৎপাদন।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানোর জন্য ঢাকা শহরে একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- এমডিজি এর লক্ষ্য পূরণ।

প্রকল্প খরচ, অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন সময়কাল ঃ

প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ৩৫০৮.৭৫ কোটি টাকা; যার মধ্যে ঢাকা ওয়াসার অবদান ২২ কোটি ও বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ১০৭৩.১৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের অবশিষ্ট ২৪১৩.৬৪ কোটি টাকা চাইনিজ এক্সিম ব্যাংক ঋণ হিসাবে অর্থ সহায়তা করবে; যা ২৯০.৮০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এর সমতুল্য। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়সীমা ধরা আছে জানুয়ারী ২০১৩-জুন ২০১৬। প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন বিলম্বিত হয়েছে। এতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা বেশি সময় প্রয়োজন হবে। ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী গত ০১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়েছে; যার মেয়াদ ৪২ মাস। তাই আশা করা যায় আগামী এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ

- ঋণচুক্তি স্বাক্ষর - ৭ মে ২০১৩
- ঋণচুক্তি কার্যকরী - ১৫ নভেম্বর ২০১৩
- ডিপিপি অনুমোদন ৮ অক্টোবর ২০১৩
- ঠিকাদার China CAMC Engineering Co. Ltd - চীন সরকার কর্তৃক মনোনিত চুক্তির ধরণ EPC/Turnkey
- CCGP চুক্তি অনুমোদন করে ১৪ই নভেম্বর, ২০১৩
- দুইটি ফেজের জন্য সর্বমোট ১০২ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়

নির্মিতব্য মূল অবকাঠামো সমূহ নিম্নরুপ ঃ

- ৪৫০ এমএলডি পানি শোধনাগার নির্মাণ, যার মধ্যে ইনটেক চ্যানেল, পাম্পিং ষ্টেশন, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার এবং হাই লিফট পাম্প স্টেশন ও অন্যান্য অবকাঠামো
- ২০০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পানি পরিবহন লাইন নির্মাণ
- ০.৮০ কিঃমিঃ অরিশোধিত পানি
- ৩২ কিঃ মিঃ পরিশোধিত পানি; যা বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীকে অতিক্রম করবে
- কেরানীগঞ্জ উপজেলার আব্দুল্লাহপুর নামক স্থানে একটি ভূ-গর্ভস্থ জলাধার সহ বুষ্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ
- বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন সহ ৩৩ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

পানি শোধনাগার ও প্রযুক্তি ঃ

পানি শোধনাগারটিতে যে সব উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো নির্মিত হবে তা হলো-Bar-Screen, Mixing & Dividing Chamber, Clarifier Tanks, Sludge Pumping Station, ফিল্টার, জলাধার (পরিশোধিত). হাইলিফ্ট পাম্প হাউজ, রাসায়নিক ভবন, Wash Water Recovery Tank, Sludge Lagoon, পাম্পসহ নদী পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসমূহ, ওর্য়াকশপ, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ভবন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন সমূহ ইত্যাদি।

পরিশোধিত পানির সঞ্চালন পথ ঃ

- পরিশোধিত পানির সঞ্চালন পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২ কিঃ মিঃ; যা বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীকে Pipe Jaking পদ্ধতির মাধ্যমে অতিক্রম করবে।
- অধিকাংশ সঞ্চালন পথ ঢাকা-মাওয়া এবং শ্রীনগর-দোহার সড়ক বরাবর স্থাপন করা হবে।
- অল্প কিছু জমি (২৮৭০ মিঃ X ২০ মিঃ) পানি শোধনাগার থেকে দামলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পরিশোধিত পানির সঞ্চালন পথ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

উপসংহার ঃ

আশা করা হচ্ছে যে, আলোচ্য পানি শোধনাগার নির্মাণসহ আনুসঙ্গিক কাজ ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সম্পন্ন হবে এবং দৈনিক আরো ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

এক নজরে ঢাকা ওয়াসা'র সাফল্যসমূহ (২০১০-২০১৫)

পানি সরবরাহ ঃ গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম ঢাকা ওয়াসার পানির উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার তুলনায় বেশী হয়েছে। ২০০৯ সালে যেখানে দৈনিক ২১২ কোটি লিটার চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ ছিল ১৮৮ কোটি লিটার, সেখানে ২০১৪ সালে ঢাকা ওয়াসার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে ২৪২ কোটি লিটার (বর্তমানে দৈনিক চাহিদা ২২০-২২৫ কোটি লিটার)।

সিস্টেম লস (নন রেভিনিউ ওয়াটার) ঃ ২০১০ সালে ছিল ৪০%, ২০১৫ সালে তা কমে ২২% এ নেমে এসেছে।

রাজস্ব আয় ঃ ঢাকা ওয়াসা ২০০৭-০৮ অর্থবৎসরে যেখানে ৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছিল সেখানে ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করেছে।

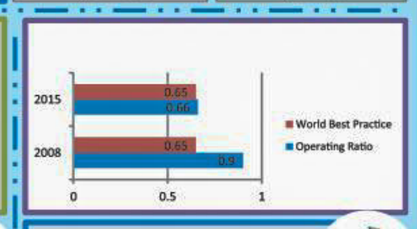

২০০৮ সালে পরিচালন ব্যয়ের অনুপাত বা Operating Ratio ছিল ০.৯০। বর্তমানে তা কমে হয়েছে ০.৬৬। উল্লেখ থাকে যে, World Best Practice: 0.65

১০০% Digital বিলিং সিস্টেম। সম্পূর্ণ বিল প্রদান ব্যবস্থাকে 'অটোমেশনের' আওতায় আনা হয়েছে।

SMS/Online (ইন্টারনেট) এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা Paperless Billing/e-Payment System বিল প্রদানের সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।

২০১৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা শহরের সবগুলি বস্তিতে বৈধ পানির সংযোগ দেয়া হবে। ইতোমধ্যে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ঢাকার বৃহত্তম বস্তি বলে পরিচিত 'কড়াইল বস্তি' তে বৈধ পানির সংযোগ প্রদানের কাজ শেষ হয়েছে।

২০০৮ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ যেখানে শূন্যের কোঠায় ছিল, সেখানে ২০১৪ সালে ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন প্রকল্পে উন্নয়ণ সহযোগি সংস্থাসমূহের বর্তমান বিনিয়োগ ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ কার্তিক ১৪২২
২৮ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

ঢাকা ওয়াসার পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে ঢাকা মহানগরবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

উন্নত নাগরিক জীবনের জন্য অন্যান্য খাতে উন্নয়নের পাশাপাশি একটি সুষ্ঠ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা এবং ভূগর্ভস্থ পানি প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতার সাথে সঙ্গতি রেখে ঢাকা মহানগরীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জনসাধারণের পানির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও এদ্যোগ জনসাধারণের প্রতি আমাদের সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আন্তরিক প্রচেষ্টারই স্বাক্ষর বহন করে।

ইতঃপূর্বে আমরা সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ বাস্তবায়ন করেছি। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় বর্তমানে চালুকৃত সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার দু'টির পাশাপাশি পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আধুনিক। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি চীন সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংরা বড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশের সকল নাগরিকের সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই ছিল এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা জাতির পিতার অসমাপ্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা ওয়াসার পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের পরিবর্তে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের অন্যতম উদাহরণ হবে পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন। পদ্মা নদীর যশলদিয়ার পানির ইনটেক পয়েন্ট (যা মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং-এ অবস্থিত) থেকে পানি এনে শোধনের মাধ্যমে ৩৩ কি. মি. পাইপ লাইন দিয়ে মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা হবে।

গত ৫ বছরে ঢাকা ওয়াসার সিস্টেম লস ৪০% থেকে কমে ২২% এ নেমে এসেছে। রাজস্ব আদায় ৩০০ কোটি টাকা থেকে ৯০০ কোটি টাকার উন্নীত হয়েছে। ১০০% ডিজিটাল বিলিং পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিল প্রদান ব্যবস্থাকে 'অটোমেশন' এর আওতায় আনা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার দৈনিক পানি উৎপাদন ক্ষমতা ১৮০ কোটি লিটার থেকে ২৪২ কোটি লিটারে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের মাধ্যমে রাজধানীর নাগরিকদের জন্য সুষ্ঠ পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সফল হওয়ায় ঢাকা ওয়াসাকে জানাই অভিনন্দন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সুরক্ষা ও ক্রমাগত রিচার্জের লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ পানির বর্তমান ব্যবহার ৮০% এর পরিবর্তে সমপরিমাণ পানি ভূ-উপরিস্থ উৎস অর্থ্যাৎ পদ্মা, মেঘনা ও শীতলক্ষা নদী থেকে এনে শোধনের মাধ্যমে রাজধানীবাসীর চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি এই পদ্মা (যদলদিয়া) প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার মেঘনা নদী সংলগ্ন গন্ধবপুর পানি সরবরাহ প্রকল্প ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা ওয়েলফিল্ড প্রকল্পের সদয় অনুমোদন প্রদান করেন। এছাড়া তিনি প্রথম মেয়াদের শাসনামলে শীতলক্ষা নদীর উৎস থেকে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-১) প্রকল্প, ২য় মেয়াদে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) প্রকল্প চালু করেছেন। যে কারণে বর্তমানে নগরবাসী দৈনিক সাড়ে ২২ কোটি লিটার অতিরিক্ত সুপেয় পানি পাচ্ছেন। উপরন্তু রাজধানীবাসীর জন্য তিনি ইতোমধ্যে শীতলক্ষা নদীর উৎস থেকে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারে (ফেজ-৩) নামের আরো একটি প্রকল্পের সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন, যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজধানীবাসীর ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণে সকল ইমারতে বৃষ্টির পানি ধারণের ব্যবস্থা রাখতে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা সংশোধন করা হচ্ছে।

ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে নগরবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান সরকার দীর্ঘ মেয়াদী এই অত্যাধুনিক শোধনাগার নির্মাণের প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। চীন সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে। বর্তমান সরকারের অব্যাহত উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগরবাসীর পানির নুন্যতম চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এই মহানগরীর পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যথাযথ ভূমিকার উপরই নির্ভর করবে জনগণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। তাদের আন্তরিক কর্মকন্ডাই নগরবাসীর জীবনে স্বস্তি এনে দিতে পারে এবং বয়ে আনতে পারে সরকারি উদ্যোগের সফলতা। ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ এই শোধনাগার নির্মাণ কাজে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আব্দুল মালেক

Managing Director & CEO
Dhaka WASA

Message

It is my utmost pleasure to witness that the Foundation Stone Laying of 'Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant (Phase-1)' project is taking place. Dhaka WASA is humbled and honored at the presence of the presence of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in this auspicious occasion.

The strating of this project is another testimony of enormous success and development that Dhaka WASA has made from 2009 under "Dhaka WASA Turn Around Program".

Dhaka WASA is moving forward to develop an environment-friendly sustainable and pro-people water management system, which targets to shift its dependency from current 28 per cent to 70 per cent on the surface water sources by 2021.

The Vision of Dhaka WASA set in 2009 is "To be the Best Water Utility in the Public Sector of Aisa". Today, we are proud to find that Dhaka WASA is not very far from its vision.

Currently, Dhaka WASA is capable enough to supply water more than the demand of Dhaka City, Our revenue menagement system is 100% digitalized and real time online. Bill collection system is 24/7 open. Moreover, Dhaka WASA is providing legal water connections to all Low Income Communities (Slums) of Dhaka City. Due to its tremendous development activities Dhaka WASA has also got international "Water Leaders Award" at the World Water Summit, 2013 held in Berlin, Germany. As a result, now Dhaka WASA has become a 'Role Model' to other utility agencies in SAARC Countries.

I take the pleasure to express our sincere thanks to the Government of China for extending support and cooperation to this project.

Let's keep our hands together to build a better livable Dhaka.

Engr. Taqsem A Khan

'শান্তি' ঢাকা ওয়াসা উৎপাদিত মিনারেল ওয়াটার - 'শান্তি' পান করুন, সুস্থ্য থাকুন
পানি সরবরাহ ও পয়ঃসেবা সম্পর্কে জানতে বা কোন অভিযোগ জানাতে 'ওয়াসা লিংক-১৬১৬২'-এ ফোন করুন